

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

221210 - পূর্বের একটা রোগের কারণে জনকৈ ময়েরে ওজন অনকে কমে গছে সে ক রোযা ভাঙতে পারবে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: গত বছর আমি কিছু শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলাম। যার ফলে আমার ওজন অনকে কমে গিয়েছিল; ডাক্তারের পরামর্শে ভিত্তিতে আমি গোটামাস রোযা রাখতে পারিনি। এ বছর আমি সে সব রোগ থেকে সুস্থ হয়েছি। কিন্তু আমার ওজন এখনও আগের মত আছে। আমার বাবা-মা এবং তাঁদের কাছের বন্ধুবান্ধব আমাকে রোযা না-রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। এ নিয়ে আমি তাঁদের দুইজনকে সাথে বাকবিতণ্ডা করছি। কারণ আমি অনুভব করছি যে, আমি যতটুকু সুস্থ আছি তাতে আমি রোযা রাখতে পারব। আমার মা মহল্লার ইমামকে টেলিফোন করে আমার অবস্থা বলছেন। ইমাম সাহেব বলছেন: যহেতু আমার ওজন এখনও আদর্শ ওজনকে পেরিয়ে আসেনি তাই আমার রোযা রাখা ঠিক হবে না। এমতাবস্থায় আমি কি তাদের উপদেশে শুনব এবং পরিপূর্ণ সুস্থ হলে রোযাগুলো কাযা করব? নাকি আমি যে অবস্থায় আছি সে অবস্থায় রোযা রাখব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন, আপনাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন।

আপনা উচিত হবে, আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নয়ো; যিনি ইতিপূর্বে আপনার চিকিৎসা করেছেন। যদি ডাক্তার রোযা রাখার ক্ষেত্রে আপনার সক্ষমতা নিশ্চিত করে এবং রোযা রাখা আপনার স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক কোন প্রভাব ফেলবে না, আপনার সুস্থতা বলিম্বতি হবে না তাহলে আল্লাহ চাহতে আপনি ও আপনার পতিমাতা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবেন। এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে আপনি রোযা রাখা শুরু করতে পারবেন।

পক্ষান্তরে, ডাক্তার যদি মনে করেন, রোযা রাখা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কঠিন হবে, এতে করে আপনার স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যা হবে তাহলে রোযা না-রাখা আপনার জন্য উত্তম। রমযানের পরে আপনি সুস্থ হয়ে রোযা রাখতে পারবেন।

আল-দরিদরি মালিকী (রহঃ) বলেন:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যদি রোগ সম্পর্ক অবহতি কোন ডাক্তার ধারণা করনে য়ে, রোগা রাখলে রোগ বাড়বে কথিবা সুস্থ্যতা বলিম্বতি হবে তাহলে রোগা না-রাখা জায়যে। অনুরূপভাবে রোগা রাখলে যদি রোগী খুব ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়ে সে ক্ষত্রেও। [আল-শারহুল কাবরি (১/৫৩৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: রোগ বড়ে যাওয়া কথিবা সুস্থ্যতা বলিম্বতি হওয়ার ভয় থাকলে রোগা না-রাখা জায়যে। সুতরাং রোগ বড়ে যাওয়া কথিবা রোগমুক্তি বলিম্বতি হওয়ার আশংকা হলে, কথিবা রোগা রাখলে রোগী ক্লান্ত হয়ে পড়লে— এ কারণগুলোর কারণে রোগা না-রাখা বধৈ।

পক্ষান্তরে, রোগার উপর য়ে রোগেরে কোন প্রভাব নহৈ, যমেন দাঁত ব্যাথ্যা, আঙুলেরে ব্যাথ্যা ইত্যাদির কারণে রোগা না-রাখা জায়যে নহৈ; যতক্ষণ না এগুলোর কারণে ভিনি কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়। শুধু দাঁত ব্যাথ্যা কারণে যদি কটে রোগা না-রাখে এতে তো তার কোন সুবিধা নহৈ। তবে, ডাক্তার যদি বললে, যদি আপনি রোগা না-রখে খাওয়া-দাওয়া করনে এতে করে, আপনার দাঁত ব্যাথ্যা, মাড়ির ব্যাথ্যা হালকা হবে— তাহলে আমরা বলব: অসুবিধা নহৈ। কারণ অনেকে সময় খাদ্যেরে কমতি রোগেরে দীর্ঘসূত্রতি, ব্যাথ্যা ও চোখেরে ব্যাথ্যার কারণ হয়। অর্থাৎ রোগা রাখাটা যদি রোগেরে উপর প্রভাব ফলে তাহলে সে রোগা না-রাখতে পারে। আর যদি প্রভাব না ফলে তাহলে রোগা ভাঙবে না। [তালকিত আলাল কাফি (৩/১২৩) থেকে সমাপ্ত]

কবেল আদর্শ ওজনরে চয়ে ওজন কম থাকা রোগা না-রাখার কারণ নয়। বরং রোগার কারণে কি ধরণেরে কষ্ট ও ক্লান্তি বা ক্ষতি আরোপতি হয় সটো দেখতে হবে। খাদ্যেরে য়ে ঘাটতি সটো রাতরে খাবারেরে মাধ্যমে পূরণ করা কিসম্ভব, নাকি সম্ভব নয়; সটোও দেখতে হবে। সুতরাং একজন বশ্বিস্ত ডাক্তারেরে পরামর্শ নতি হবে এবং ডাক্তার য়ে পরামর্শ দবিনে আপনি সটো মনে চলতে পারনে। আরও বসিতারতি জানতে দেখুন [140246](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জাননে।